চুয়াডাঙ্গায় বাঁধন সংগঠনের বার্ষিক ইফতার ও দোয়া মাহফিল

“একটির রক্ত, অন্যের জীবন; রক্তই হোক আত্মার বাঁধন” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের সংগঠন বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের বার্ষিক ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের আয়োজনে ইংরেজি বিভাগের হলরুমে এ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন কার্যনির্বাহী কমিটির দপ্তর সম্পাদক তামিম হোসেন।

বার্ষিক ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আহ্বায়ক হাসিবুল হাসানের স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সভাপতিত্ব করেন বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের সভাপতি রিয়াদ হাবিব।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ. কে. এম. সাইফুর রশিদ।

তিনি বলেন, “বাঁধন হলো স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের একটি মানবিক সংগঠন এবং বাংলাদেশের একটি বৃহৎ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। বাঁধন সংগঠনে যারা কাজ করে, তারা একেকজন মানবিক মানুষ। দেশের ক্রান্তিলগ্নসহ যেকোনো পরিস্থিতিতে এই সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। রক্তদান একটি মহৎ কাজ, যা মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বাঁধনের স্বেচ্ছাসেবকরা করে আসছেন। শিক্ষার্থীদের তিনি আরও বলেন, পড়ালেখার পাশাপাশি মানবিক কাজেও এগিয়ে আসতে হবে এবং মানবিক কাজের সাথে যুক্ত সংগঠনগুলোর সঙ্গে সর্বদা থাকতে হবে।”

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক ও বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের শিক্ষক উপদেষ্টা মোঃ সফিকুল ইসলাম, ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক খন্দকার রোকনুজ্জামান, হিসাববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবু বক্কর সিদ্দিক, বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জাহিদুল হাসান, মাসুদ পারভেজ, হাফিজুর রহমান, মনিরুজ্জামান, সুলতান মাহমুদ, আজিম হোসেন ও মাহমুদুল হাসান।

উল্লেখ্য, বাঁধন হলো পুরো বাংলাদেশে ব্যাপী একটি শক্তিশালী স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের সংগঠন। বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিট ২০১৭ সাল থেকে কার্যক্রম শুরু করেছে এবং বর্তমানে এটি পদ্মা জোনাল পরিষদের অন্তর্ভুক্ত।

ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে ছাত্র উপদেষ্টা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাজেদুর রহমান, ইব্রাহিম হোসেন, আল মামুন, আজিজুর রহমান, হাফিজুর রহমান, আল মুতাকাব্বির সাকিব, মামুন আর রশিদ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বাঁধন কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মিকাইল হোসেন, বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের জোনাল প্রতিনিধি রাসেল আলী, সাধারণ সম্পাদক আবু হুরাইরা বাঁধন, সহ-সভাপতি ও বার্ষিক ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আহ্বায়ক হাসিবুল হাসান, সামিউল ইসলাম, ইব্রাহিম, মালা, মনিরুল, আয়েশা, নাঈম, হাবিবউল্লাহ, চাঁদনী, আসিফ, ফরহাদ সহ চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ ও বাঁধনের কর্মী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

তেল পাচার রোধে চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে বিজিবির টহল ও তল্লাশি জোরদার

সাম্প্রতিক বৈশ্বিক অস্থিরতা ও যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় সম্ভাব্য পাচার রোধে চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে জনবল বৃদ্ধি, টহল ও তল্লাশি কার্যক্রম জোরদার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

সদর দপ্তর বিজিবির নির্দেশনা অনুযায়ী চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এর দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় দর্শনা আইসিপিসহ জেলার বিভিন্ন সীমান্তে জ্বালানি তেল পাচার প্রতিরোধে অতিরিক্ত জনবল মোতায়েন করা হয়েছে। একই সঙ্গে সীমান্ত এলাকায় নিয়মিত টহল ও গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন স্থানে অস্থায়ী চেকপোস্ট স্থাপন

করে যানবাহন ও সন্দেহভাজন মালামালের ওপর তল্লাশি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বিশেষ করে অতীতে যেসব রুট দিয়ে ডিজেল ও পেট্রোল পাচারের চেষ্টা হয়েছিল, সেসব পয়েন্টে বাড়তি বিজিবি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।

এদিকে দর্শনা আইসিপি গেটে দেশীয় ও ভারতীয় পণ্য ভারতে প্রবেশের সময়ও অধিক সতর্কতার সঙ্গে তল্লাশি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসান জানান, সীমান্তবর্তী এলাকায় বিশেষ টহল, গোয়েন্দা তৎপরতা বৃদ্ধি এবং সন্দেহভাজন যানবাহনে তল্লাশি জোরদার করা হয়েছে। যাতে কোনোভাবেই সীমান্ত পথে জ্বালানি তেল পাচার না হতে পারে সে বিষয়ে বিজিবি সদস্যরা সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, নিয়মিত টহলের পাশাপাশি সন্দেহজনক যেকোনো চলাচলের ওপর কঠোর নজরদারি রাখা হচ্ছে। দেশের জ্বালানি সম্পদ সুরক্ষায় সীমান্তে সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখা হবে এবং পাচারের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চুয়াডাঙ্গায় জামায়াত কর্মীর হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ বাজারে হামলায় জামায়াত কর্মী হাফিজুর রহমান নিহত হওয়ার প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে সদর উপজেলা ও পৌর জামায়াত।

সোমবার বেলা ৩টায় শহরের চৌরাস্তা মোড়ের মুক্তমঞ্চে সংক্ষিপ্ত বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে জামায়াতের নেতারা বলেন, “জামায়াতের নেতাকর্মীদের ওপর এ নৃশংস হামলার তীব্র নিন্দা জানাই। দ্রুত সময়ের মধ্যে হাফিজুর রহমান হত্যার সঙ্গে জড়িত দোষীদের

আইনের আওতায় এনে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। চাঁদাবাজ, দখলবাজ ও দুর্নীতিবাজদের প্রতিহত করতে হবে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সবসময় মজলুমের পক্ষে সোচ্চার থাকবে। সকলকে এই জুলুমের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানাই।”

তারা আরও বলেন, এ হত্যাকাণ্ড দুঃখজনক ও নিন্দনীয়। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড রুখে দিতে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। একটি রাজনৈতিক দলের প্রতিহিংসামূলক কর্মকাণ্ড জেলার জন্য অশুভ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। তারা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।

এ সময় বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি আসাদুজ্জামান, পৌর জামায়াতের আমির হাসিবুল ইসলাম, সহকারী সেক্রেটারি হুমায়ুন কবির শান্ত, সদর উপজেলা জামায়াতের আমির বিলাল হোসাইন, জেলা ইউনিট সদস্য আব্দুর রউফ এবং জেলা ইসলামী ছাত্রশিবির সভাপতি সাগর আহমেদ প্রমুখ।

বিক্ষোভ সমাবেশ শেষে হাফিজুর রহমানের হত্যার প্রতিবাদ ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের চৌরাস্তা মোড় থেকে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

দামুড়হুদায় নানা অনিয়মে প্রতিষ্ঠানকে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় অন্য প্রতিষ্ঠানের পণ্য নিজ নামে প্যাকেটজাত করা এবং শিশু খাদ্যে ব্যবহৃত ফ্লেভারজাত পণ্যে উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখসহ প্রয়োজনীয় তথ্য উল্লেখ না করার অভিযোগে এক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

গত রোববার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত উপজেলার মোস্তফাপুর ও বাসস্ট্যান্ড এলাকায় নিয়মিত তদারকি অভিযানের অংশ হিসেবে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান, অভিযানের সময় দেখা যায় অন্য প্রতিষ্ঠানের পণ্য নিজস্ব নামে প্যাকেটজাত করা হচ্ছে। এছাড়া শিশু খাদ্যে ব্যবহৃত ফ্লেভারজাত পণ্যের মোড়কে উৎপাদন তারিখ, মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখসহ প্রয়োজনীয় তথ্য উল্লেখ ছিল না, যা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনের লঙ্ঘন।

এ অপরাধে মফিজুর রহমানের মালিকানাধীন মেসার্স সিপি ফুড প্রোডাক্টকে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনের আওতায় ৭০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং তা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা হয়েছে। পাশাপাশি দ্রুত সময়ের মধ্যে অনিয়মগুলো সংশোধন করে সঠিক নিয়মে কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

অভিযান পরিচালনা করেন জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। এ সময় সহযোগিতায় ছিলেন কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এর প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম এবং পুলিশের একটি টিম।

স্থানীয় সচেতন মহল এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখার দাবি জানিয়েছেন, যাতে ভোক্তারা নিরাপদ ও মানসম্মত পণ্য পেতে পারেন।

চুয়াডাঙ্গায় ছাত্রশিবিরের নতুন কমিটি ঘোষণা

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে বারোটায় চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে এই সেটআপ ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে সাবেক সভাপতি মো. সাগর আহমেদকে জেলা সভাপতি হিসেবে মনোনীত করা হয় এবং সাবেক অফিস সম্পাদক হাফেজ মাসুম বিল্লাহকে

জেলা সেক্রেটারি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় ছাত্র অধিকার সম্পাদক মহিবুর রহমান মুহিব। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ইউসুব আলী।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ছাত্রশিবির চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সাবেক সভাপতি মফিজুর রহমান জোয়ার্দার, হাফেজ বিলাল হুসাইন, মাহফুজুর রহমান ও মহসিন এমদাদুল্লাহ জামেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী চুয়াডাঙ্গা পৌর আমির হাসিবুল ইসলাম, জেলা অর্থ সম্পাদক বায়েজিদ বোস্তামী, জেলা সাহিত্য সম্পাদক আবু রায়হানসহ বিভিন্ন থানা পর্যায়ের দায়িত্বশীল নেতারা।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে নবনির্বাচিত দায়িত্বশীলদের উদ্দেশে বলেন, যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন, তাদের একার পক্ষে সব কাজ করা সম্ভব নয়। আমাদের সবাইকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে। যুবসমাজকে সব ধরনের অনৈতিক ও ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড থেকে ফিরিয়ে এনে একটি সুন্দর চুয়াডাঙ্গা জেলা গড়ে তুলতে হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নবনির্বাচিত জেলা সভাপতি সাগর আহমেদ। সঞ্চালনা করেন সাবেক সেক্রেটারি হাফেজ আমিরুল ইসলাম।

সভায় সংগঠনের সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার, শিক্ষার্থীদের অধিকার রক্ষা এবং নৈতিক মূল্যবোধভিত্তিক সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় বিপি দিবস ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের আয়োজনে স্কাউটিং এর প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট স্টিফেনসন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েলের ১৬৯তম জন্মদিন উপলক্ষে র্যালি, আলোচনা সভা, স্কাউটস ওন এবং ইফতার

মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটায় চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়। র্যালি শেষে আলোচনা সভা এবং ইফতার মাহফিল চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ রোভার ডেনে অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের সহকারী কমিশনার ও নিগার সিদ্দিক ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ আবু নাসিরের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের কমিশনার ও চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ. কে. এম. সাইফুর রশিদ। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, “স্কাউটিং একটি বিশ্বব্যাপী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এর মূল কাজ হলো সাধারণ মানুষের পাশে থেকে সামাজিক কাজে অংশ নেওয়া এবং দেশের যেকোনো ক্রান্তিকালে মানুষের সেবা করা। পড়ালেখার পাশাপাশি যারা স্কাউটিং কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত, তারা অন্যান্য শিক্ষার্থীর তুলনায় অধিক যোগ্য, মেধাবী ও পরিশ্রমী হয়।”

তিনি আরও বলেন, “স্কাউটিং একটি অরাজনৈতিক, অসাম্প্রদায়িক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। তাই আমরা স্কাউটিং-এর প্রতিষ্ঠাতা বিপি’র দেখানো পথ অনুসরণ করে নিজেদের জীবনকে আরও সুন্দর ও সমৃদ্ধ করবো।”

আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের সম্পাদক আব্দুর মুকিত জোয়ার্দ্দার (এএলটি)। স্কাউটিং ওন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের সাথে প্রতিজ্ঞা পাঠ করান চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের সহকারী কমিশনার ও সাবেক সম্পাদক জাহিদুল হাসান (এএলটি)। স্কাউটিং আইন পাঠ করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের যুগ্ম সম্পাদক শাফিউল ইসলাম।

র্যালি, আলোচনা সভা, স্কাউটস ওন ও ইফতার মাহফিলে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক সফিকুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ হিসাববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবু বক্কর সিদ্দিক, চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের কোষাধ্যক্ষ লিয়াকত আলী, চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের কর্মকর্তা আবু রাশেদ, হেলেনা নাসরিন, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ রোভার স্কাউটস গ্রুপের ইউনিট লিডার আজিম হোসেন এবং চুয়াডাঙ্গা পৌর ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক রতন আলী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ রোভার স্কাউটস গ্রুপের সিনিয়র রোভার মেট আল

চুয়াডাঙ্গায় দুই প্রতিষ্ঠানকে দেড় লাখ টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় পৌরসভার দৌলতদিয়াড় ও রেলগেট বাজার এলাকায় ডাল-ডাতের মধ্যে মরা ইদুর এবং খাদ্যপণ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ উপকরণ ও ভেজাল দেওয়ার অভিযোগে দুইটি প্রতিষ্ঠানকে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

রোববার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান পৃথক দুটি স্থানে এই অভিযান পরিচালনা করেন।

তিনি জানান, সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত পরিচালিত তদারকি অভিযানে বেকারিতে ব্যবহৃত ডাল-ডাতে মরা ইদুর, মেয়াদোত্তীর্ণ ফ্লেভার ব্যবহার এবং অগ্রিম তৈরি বেকারি পণ্যে বর্তমান তারিখ না থাকাসহ ভোক্তা প্রতারণার নানা ঘটনা ধরা পড়ে।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯-এর ৪৩ ও ৫১ ধারায় মেসার্স মৌসুমী ফুড প্রোডাক্টের স্বত্বাধিকারী মো. সাইদুর রহমানকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। অন্য প্রতিষ্ঠানকেও অভিযানের সময় যথাযথ জরিমানা করা হয়েছে।

এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে বলে জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কার্যালয় জানিয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য রুহুল আমিনকে নিজ গ্রামে সংবর্ধনা

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য মো. রুহুল আমিনকে নিজ গ্রামে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকাল ৫টায় জীবননগর উপজেলার ধোপাখালি গ্রামের হাইস্কুল মাঠে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ও পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে গ্রামের সাধারণ মুসল্লি, গণ্যমান্য ব্যক্তি, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

ইফতারের পূর্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় রুহুল আমিন সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, “আপনাদের দোয়া ও সমর্থনেই আমি আজ এই দায়িত্ব পেয়েছি। এলাকার উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষায় সর্বোচ্চ আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করব।”

তিনি আরও বলেন, “রমজানের শিক্ষা আমাদের ধৈর্য, সংযম ও পারস্পরিক সহমর্মিতা শেখায়। সকল ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে এলাকার উন্নয়নে কাজ করতে হবে।”

অনুষ্ঠান শেষে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা ইসরাইল। পরে উপস্থিত মুসল্লিদের মাঝে ইফতার বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা নায়েবে আমির আজিজুর রহমান, জেলা তারবিয়াত সেক্রেটারি জিয়াউল হক, মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক খলিলুর রহমান, মজলিসুল মুফাসসিরিনের সভাপতি হাফিজুর রহমান, জীবননগর উপজেলার সেক্রেটারি মাহফুজুর রহমান, আবু বকরসহ অসংখ্য নেতাকর্মী।

জীবননগরে আলমসাধু উল্টে দর্শনার ১৬ জন আহত, আশঙ্কাজনক ২

জীবননগরে আলমসাধু উল্টে দর্শনার ১৬ জন আহত, আশঙ্কাজনক

দর্শনা অফি

জীবননগর উপজেলার উথলিতে শিয়ালের সঙ্গে ধাক্কা লেগে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি আলমসাধু উল্টে গিয়ে ১৬ জন নারী-পুরুষ আহত হয়েছেন। আহতরা সবাই দর্শনা রামনগর বাগদী পাড়ার বাসিন্দা।

গতকাল রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, তারা বিভিন্ন হাটবাজারে ঝুড়ি-ঝাপি বিক্রি শেষে আলমসাধু যোগে বাড়ি ফিরছিলেন। উথলি মোড় পার হওয়ার পর হঠাৎ একটি শিয়াল সামনে চলে এলে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে গাড়িতে থাকা নারী-পুরুষরা ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়।

ওই এলাকায় নিকটবর্তী কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্র না থাকায় আহতদের আলমসাধু যোগেই দর্শনা পুরাতন বাজারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে স্থানীয় চিকিৎসক মোস্তফা ডাক্তারের ফার্মেসিতে প্রাথমিক চিকিৎসা নেন ১৪ জন। বাকি দু’জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল-এ ভর্তি করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা ভূমিপুত্র এ্যাড রাসেল নির্বাচিত হওয়ায় খুশির

বন্যা

আলমডাঙ্গা উপজেলার ভূমিপুত্র এ্যাড মাসুদ পারভেজ রাসেল নির্বাচিত হওয়ায় উপজেলাবাসী মাঝে যেমন খুশির জোয়ার বইছে, ঠিক তেমনি কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশার এক লম্বা তালিকা সামনে প্রতিয়মান হয়েছে।

বাংলাদেশ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জানায়াতে ইসলামের মনোনীত প্রার্থী এ্যাড মাসুদ পারভেজ রাসেল বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন।

গত বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) মধ্য রাতে জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মাদ কামাল হোসেন আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা করেন।

ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী অ্যাড. মাসুদ পারভেজ রাসেল বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি পেয়েছেন ২ লাখ ১১ হাজার ১৫৫ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ধানের শীষ প্রতীকের শরীফুজ্জামান পেয়েছেন ১ লাখ ৫১ হাজার ৮৪৮ ভোট।

এই আসনে মোট ভোটার ছিলেন ৫ লাখ ৬ হাজার ৩৩৭ জন। ভোটগ্রহণের হার ছিল প্রায় ৭৪ শতাংশ। পোস্টাল ব্যালটের ফলাফলে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক পেয়েছে ২ হাজার ৭৪১ ভোট, ধানের শীষ পেয়েছে ৮১১ ভোট এবং হাতপাখা প্রতীক পেয়েছে ৮৯ ভোট।

দীর্ঘ ৩৪ বছর পর চুয়াডাঙ্গা ১ আসনে আলমডাঙ্গার সন্তান হিসেবে মাসুদ পারভেজ রাসেল বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। ১৯৯১ সালে আলমডাঙ্গা উপজেলার বড় গাংনীর গ্রামের কৃতিসন্তান মিয়া মুনসুর বিএনপি থেকে নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন।

মাসুদ পারভেজ রাসেলের এই বিজয় শুধু দলীয়করণে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং আলমডাঙ্গা এই বৃহত্তর জনপদে মানুষের বঞ্চনার ফসল।বিগত দিনে দেখা গেছে ১৫ টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা নিয়ে গঠিত এই আলমডাঙ্গায় উপজেলার মানুষকে চুয়াডাঙ্গা সররের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে হয়েছে। করুনার পাত্র হতে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়া জলের ফোটা নিয়ে সন্তোষ্টু পেতে হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার মাত্র ৫ টি ইউনিয়ন ও চুয়াডাঙ্গা পৌর সভা